প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজারস-এর

নদের নিমাই

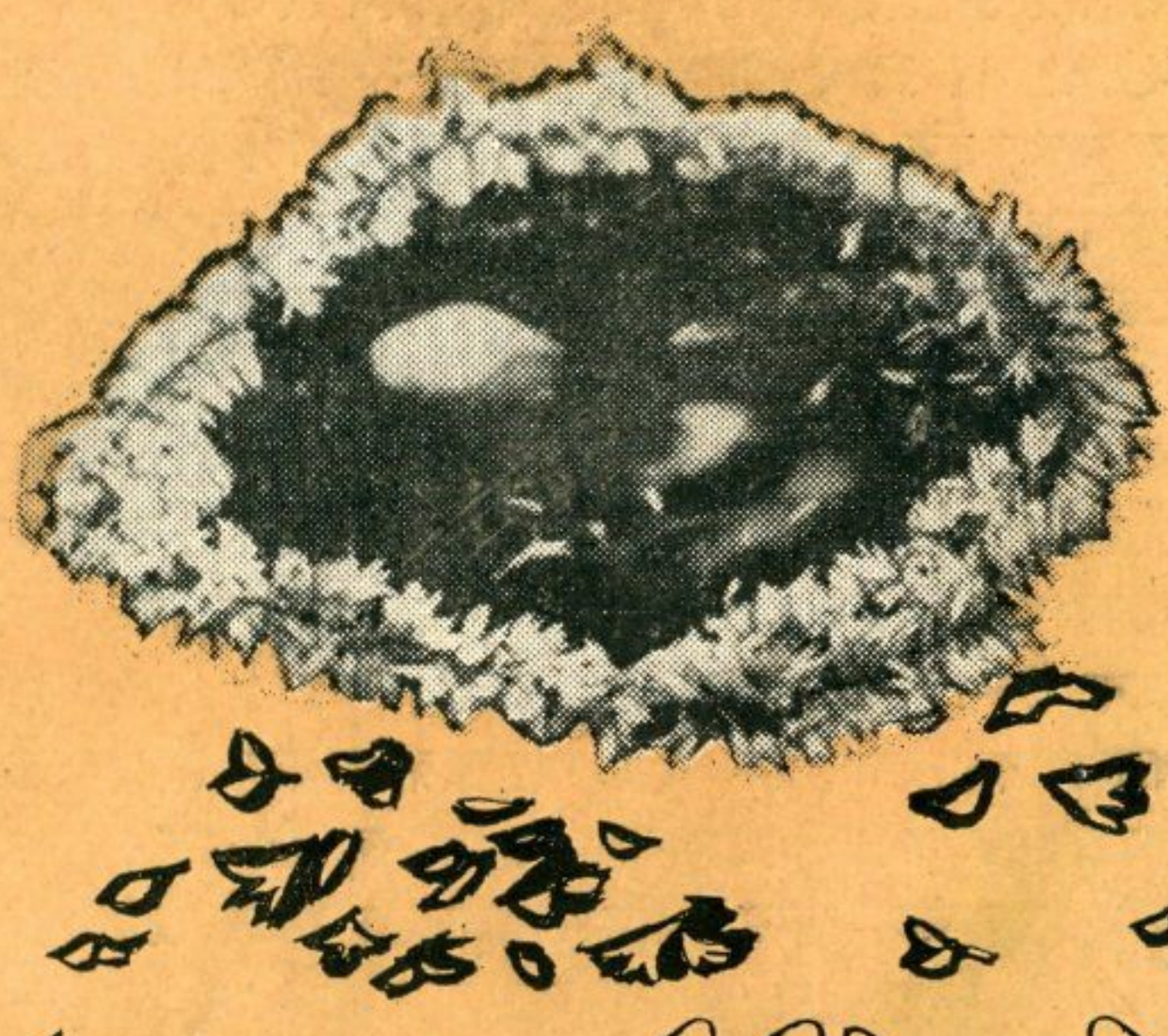

পুণ্যতীর্থ গয়াধামের ৺শ্রীশ্রীবিষ্ণুমন্দিরের
৺শ্রীশ্রীবিষ্ণুর মূল পাদপদ্মের চিত্র...
...এঁর পাদমূলে আমার শতকোটি প্রণাম

শ্রীবিমল রায়

কাহিনী

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ—ঠিক এই শুভদিনটিতে শচীমাতার কোল আলো করে আবির্ভাব হ'লো জগন্নাথ মিশ্রের শিশু-সন্তানের। নিম্ববৃক্ষের তলায় সূতিকাগারে শিশুর জন্ম হয় বলে তাঁর নাম রাখা হয় 'নিমাই'।

জ্যোতিষীর গণনায় প্রকাশ পেলো নবজাত শিশু মহাপুরুষ পরম ভাগবত। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নামগানে শুধু নবদ্বীপ নয়, সারা বাংলাদেশ ভাসিয়ে দেবেন। নবদ্বীপে সে সময় তান্ত্রিকদের প্রাধান্য। চাপাল গোপাল তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রধান—তাঁদের সংকল্প—নবদ্বীপে কিছুতেই বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তি হ'তে দেবেন না। তিনি নিমাইয়ের শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করতে আরম্ভ করলেন।

ওদিকে নিমাইয়ের অলৌকিক গুণাবলী প্রকাশ পেতে লাগল। চাপাল গোপালের শিষ্য মেষপালী তাঁকে শৈশবে চুরি করতে গিয়ে বুঝতে পারল সে কী ভুলই না করেছে—স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণই নিমাই। গ্রামের কথক ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের নামগান করতে দেখলেন নিমাইয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ দেবতাকে, বৈদান্তিক পণ্ডিতের সোহং জ্ঞান ঘুচিয়ে নিমাই তাঁকে ভগবানের স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়ে চৈতন্য দান করেন।

নিমাইয়ের বড় ভাই বিশ্বরূপ, অদ্বৈতাচার্য্যের টোলে প'ড়ে—কিন্তু মন তার সংসারে বিরাগী। একদিন অকস্মাৎ সে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। শচীমাতা ব্যাকুল হ'ন কিন্তু বিশ্বরূপ ফিরে আসে না। শোকে কাতর হয়ে জগন্নাথ মিশ্রও সংসারের মায়া কাটিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিধবা শচীমাতা বালক নিমাইকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন। গঙ্গাদাসের টোলে নিমাইয়ের পাঠ সুরু হয়।

টোলে পাঠ সমাপ্তির পর নিমাই যৌবনে উপনীত হয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান। এই সময় নিমাইকে গৃহী করার জন্যে শচীমাতা বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু নিমাইয়ের সংসারে মন বসে না—তিনি চলে যান পিতৃভূমি শ্রীহট্টে। শ্রীহট্ট থেকে ফিরে নিমাই শোনেন লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পাঘাতে মারা গিয়েছেন। নিমাইয়ের মন ভগবানের প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়।

প্রথম যৌবনে নিমাইয়ের মনে বৈষ্ণবভাব জাগ্রত ছিল না বলে অনেকের দুঃখ হ'ত—কিন্তু ক্রমশঃ শ্রীবাস ঠাকুর, অদ্বৈতাচার্য্য, ভক্ত মুকুন্দ সকলেই শুনতে লাগলেন যে শ্রীকৃষ্ণের নামে নিমাই-এর রোমাঞ্চ হয়। নিমাই ভক্তদের দেখা দেন ভক্তিতে রসাপ্লুত হয়ে। শচীদেবী পুত্রের ভাবান্তর লক্ষ্য করে তাঁর পুনরায় বিবাহ দেন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে।

সুন্দরী বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে আসতে বাধা পান, ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে যায়, কিন্তু নিমাই হাস্যপরিহাসে তাঁর মন ভুলিয়ে দেন।

এই সময় তাঁর মেশোমহাশয় চন্দ্রশেখরের সঙ্গে গয়ায় শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি কিছুদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যান। সেখানে শ্রীপাদপদ্ম দেখে তাঁর মনে এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মন্ত্র নিয়ে শ্রীকৃষ্ণময় হয়ে ওঠেন নিমাই।

নদীয়ায় ফিরে বৈষ্ণবদের সাহচর্য্যে নামগানে মত্ত হয়ে ওঠেন নিমাই। ঠিক এই সময় আসেন এক অবধূত, নাম নিতাই। তিনিও নিমাইয়ের সঙ্গে কীর্তনে মেতে ওঠেন। নিতাই নাম প্রচার করেন ঘরে ঘরে। আচণ্ডালকে কোল দেন।

চাপাল গোপাল ঘৃণা ভ'রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। জগাই-মাধাইকে উত্তেজিত করে তোলেন বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে। তার ফলে কলসীর আঘাতে নিতাইয়ের মাথায় রক্তপাত হয়।

বৈষ্ণবচূড়ামণি নিমাই ক্ষোভে ধ্বংস করতে যান জগাই-মাধাইকে।

তারা পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর। নিতাইয়ের অনুরোধে জগাই-মাধাই উদ্ধার পায় ও তারাও বৈষ্ণব হয়ে ওঠে। চাপাল গোপালেরও হয় রূপান্তর।

সংসার আর ভাল লাগে না নিমাইয়ের। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের উদাস ভাব লক্ষ্য করে আকুল হ'ন। নিমাই তাঁকে আদর করেন—বলেন মধু উৎসবে রজনী কাটাবেন তিনি। বিষ্ণুপ্রিয়া নায়িকার বেশে সজ্জিতা হয়ে আসেন আনন্দে। রাত্রি হয়। স্বামী-সোহাগিনী স্বামীর পদসেবা করতে করতে নিদ্রিতা হ'লেন—আর সেই অবকাশে নিমাই করেন গৃহত্যাগ।

বধূর কোলাহলে শচীমাতা আকুল হয়ে নিমাইয়ের সন্ধানে ছুটে চলেন—কিন্তু ঈশ্বরে প্রাণ সমর্পিত নিমাইয়ের দেখা মেলেনা—নিমাই চলেন সন্ন্যাসের পথে—জীবের কল্যাণের জন্য দীক্ষা নিতে।

গান

শ্রীগৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
। সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥
(তার মনের আঁধার যায় যে দূরে)
(গৌর লীলা শ্রবণ করে)
(হৃদয়ে ভক্তি সঞ্চারে গৌর লীলা শ্রবণ করে)
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাঁউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তার স্ফুরে
সেজন ভজন অধিকারী ॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

কথা—নরোত্তম দাস

হরে মুরারে মধুকৈট ভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
নামে বুক ভরে যায় পিয়াস মিটায়
যে নামের গুণে কংস কারায়
আলো হয়ে ওঠে দ্বার খুলে যায়
বিপদ বারণ শ্রীমধুসূদন।
বসুদেব যে নামের কবচ বক্ষে ধরিয়া তার,
ঝড়ের আঁধারে অধীর যমুনা হয়ে যায় পারাপার
(হরিবোল) — (সেই হরিনাম)
(এতো ভুবন মঙ্গল সেই হরিনাম)
(ভক্ত ধ্রুবে মিলাল ধাম।)
প্রহ্লাদ শিশু হয়ে নির্ভয়
নাম লয়ে করে মরণেরে জয়
সুধামাখা নাম জপ অবিরাম।

কথা—প্রণব রায়

শ্যামল সুন্দর বিনা ব্রজ আঁধিয়ার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করে হাহাকার॥
(কোথা গেল নন্দকুল-চাঁদ ব্রজ আঁধার করে)
সব সঙ্গিণী ঘেরি বৈঠত গাওত হরিনামে
(আজ ভেঙ্গে গেল—সুখের হাট বুঝি ভেঙ্গে গেল
মোরা বড় সাধে পেতেছিলাম—)
নিদয় হয়ে লুকিয়ে কেন দেখা দাও মুরারী॥

কথা—শশীশেখর

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে—মা—পরিহরি ভবসুখ দুঃখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়ানে
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়ানে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—
মা ভাগিরথি, জাহ্নবী সুরধনি কল-কল্লোলিনী গঙ্গে॥

কথা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

হরি হে—
আমার এই পাগলা তরী কার হাতে দিই বৈঠে ধরি
আজি এই বেলাশেষে তরী যায় অচিন দেশে
তবু তর সহে না যাই উতরি — ওগো হরি
দূরের ঐ আবছা আলো মনের এই সুরের কালো।
যদি গো কৃপা করি, লও হে ধরি সেই তো ভালো॥
নিভে যায় কোণের প্রদীপ, দিকেরও নাই যে নিরিখ
তোমার ধ্রুবতারা উজল কর পথ ভরি ওগো হরি।

কথা—স্বামী সত্যানন্দ

কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কাননচারী
মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারী
হরিবোল হরিবোল হরিবোল

কথা—বৈষ্ণব পদাবলী

ছন্দে ভরানো মিলন তিথি এলো
চরণ নূপুরে রিনিঝিনি বাজে, বাজে কিনিকিনি কিঙ্কণী বাজে,
এলো স্বপন ছড়ানো অতিথি এলো।
রূপের তীরে আজ বসেছে গো মধুমেলা
সুরের তটিনী তাই ভেঙ্গেছে বেলা
আবেগে হিয়া মোর হিল্লোল তোলে
দোলে টলমল চঞ্চল দোলে

কথা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

হে গোবিন্দ, হে গোপাল, যশোদা নয়ন অভিরাম
মোহন সুন্দর মধুর নাম—
মোর পূজার দীপে তুমি আলোর শিখা
জনমে জনমে আমি তব সেবিকা

এ-হৃদয় অনুরাগে হোক ব্রজধাম—
কেশব যাদব মাধব হে নমো কুঞ্জচারী
রাধারমণ জয় মদনমোহন, জয় মুরলীধারী
মালা হয়ে আমি বাঁধিব তোমায়
সাধিব নূপুর হয়ে দুটি রাঙ্গা পায়
রুনুঝুনু সুরে যেন বাজে অবিরাম।

কথা—প্রবণ রায়

ভব আরাধ্য দেবাদি সাধ্য অসুর নরজন বন্দ্যং।
কমলা অর্চ্চিত অখিল বাঞ্ছিত চরণ পঙ্কজ দ্বন্দ্বং॥
তুলসী চন্দন ত্রিদিব নন্দন নন্দিত সৌরভ মন্দং।
শ্রবণে আকুল হৃদয়ে অতুল, মধুর নূপুর ছন্দং॥
জয় হে—
জয় হে জয় জয়, জয় দয়াময় নাশন ভবভয় বন্ধং।
দে দীন শরণং কলুষ হরণং নমো হে সচ্চিদানন্দং॥

কথা—সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়
নয়ন সমুখে মোর নাচিয়া বেড়ায়
সোনার নূপুর দুটি বাজে রাঙা পায়
কটির কিঙ্কণী ধ্বনি মিশিতেছে তায়
নানা ফুলে গাঁথা মালা দুলিছে হিয়ায়
মনোবিমোহন চূড়া শোভিছে মাথায়
হাতছানি দিয়ে মোরে বলে আয় আয় আয়রে—
নিজ সনে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে চায়।

কথা—সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলম্
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাম্
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্

কথা—চৈতন্য চরিতামৃত

রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা
(এত কিসের ব্যথা, রাই হৃদে এত কিসের ব্যথা
থাকে বিরলে শোনে না কথা)
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথুনি, দেখয়ে খসায়ে চুলি
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে কি কহে দুহাত তুলি
একদিঠি করি ময়ূর-ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে
চন্ডীদাস কয় নব পরিচয় কালীয়া বঁধুর সনে

কথা—চন্ডীদাস

কে তারে বল চিনতে পারে তার লীলার সীমা নাই
সে যে রূপের মাঝে অপরূপ চিনতে নারলি তাই
যুগে যুগে উদ্ধারিতে পাপী তাপী জন
কত রূপে এ ধরাতে আসে নারায়ণ—
সে যে কারও সখা কারও গোপাল কারও প্রাণের ভাই।
হরিনামে ডুব দেরে ভাই থাকবে না আর ভয়
তোর মনের কালো হবে আলো—বল হরিবল বলরে—
মনের কালো হবে আলো — রবে না সংশয় ॥
কোথায় ওরে প্রাণের কানাই কেন লুকোচুরি
ও ভাই হৃদয় মাঝে দেখা রে তোর রূপের মাধুরী
উজ্জ্বল নীলকান্তমণির হেমবরণ ভেদ করে
জ্যোতি যে উঠেছে —

কথা—বৈষ্ণব পদাবলী

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারী

কথা—নামকীর্তন

জয় শঙ্খগদাধর নীল কলেবর, পীত পটাম্বর দেহি পদম্
জয় সত্যজনাশ্রয় মঙ্গল নিলয়, অন্তিম বান্ধব দেহি পদম্
জয় দুর্জয়শাসন কৈলিপরায়ণ, কালীয়াদমন দেহি পদম্
জয় ভক্তজনাশ্রয় দীন দয়াময়, চিন্ময় অচ্যুত দেহি পদম্

কথা—নামকীর্তন

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দ রে
দুলহ মানব জনম সৎসঞে তরহ এ ভবসিন্ধু রে
শীত আতপ বাত বরিখণে এদিন যামিনী জাগি রে
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখলব লাগিরে
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে
কমলদল জল জীবন টলমল, ভজহুঁ হরিপদ নিতরে
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণবন্দন পাদ সেবন দাসী রে
পূজন সখীজন আত্মনিবেদন হরিপদ অভিলাষী রে

কথা—বৈষ্ণব পদাবলী

হে মাধব—
(মাধব) বহুত মিনতি করু তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমাপলু
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়
গণইতে দোষ গুণ লেশ নাহি পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নই মুঞি ছার।

কথা—বিদ্যাপতি

হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন
(আমার) গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন
হরিবল হরিবল —
বাহু তুলে নেচে নেচে হরিবল হরিবল —

কথা—নামকীর্তন

মেরিছিস কলসীর কানা তাব'লে কি প্রেম দিব না —
হরিবলে বাহুতুলে আয়রে নেচে একটিবার।
মাধাই রে তোর হাতে ধরি, বলরে হরি হরি হরি —
তোর পাপের বোঝা দে মোর মাথায়
করিস নে কো ভাবনা আর ॥

কথা—সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে —
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে

কথা—নামকীর্তন

যুগে যুগে তাই একটি মালা-ই
নূতন করিয়া গাঁথি
ওগো সাথী ॥
তুমি যে আমার শত জনমের সাথী ॥
মোর প্রণয়ের ফুলহারে
ধরা দিয়েছো যে বারে বারে
(সেই তো আমি, যুগে যুগে সেই তো আমি)
(বারে বারে ওগো সেই তো তুমি
যুগে যুগে সেই তো আমি)
হৃদয়বাসরে চিরদিন তাই, আসন রেখেছি পাতি।
চিরসুন্দর পিয়া—তুমি
মোর হিয়ার মাঝারে বাঁধিব তোমারে
রাখিব দুয়ার দিয়া
(আর নাহি ছাড়িব, হৃদি মাঝে বেঁধে রাখব
নয়নের প্রহরী দিব)
ওগো অন্তরতম —
তুমি সাধের সাধনা মম
জীবনে আমার পোহাবে না আর
মিলন মাধবী রাতি ॥

কথা—প্রণব রায়

সংগঠনে

পরিচালনা ঃ শ্রীবিমল রায়

চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সহযোগী চিত্রনাট্যে শ্রীবিমল রায়। প্রযোজনা ঃ মূলচাঁদ জৈন। সঙ্গীত ঃ রথীন ঘোষ (কীর্তন কলানিধি)
চিত্রগ্রহণ ঃ নির্মল গুপ্ত। শব্দগ্রহণ ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায় ও মণি বসু। সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ সত্যেন চ্যাটার্জি। সম্পাদনা ঃ গোবর্ধন অধিকারী। শিল্প নির্দেশনা ঃ বটু সেন। ব্যবস্থাপনা ঃ বিশু পাল, সবীর আলি, হারুদা। রূপসজ্জা ঃ ত্রিলোচন পাল। পটশিল্পী ঃ কবি দাসগুপ্ত। নৃত্যপরিচালনা ঃ অনাদি প্রসাদ। প্রচার পরিচালনা ঃ বাগীশ্বর ঝা।

সহকারী পরিচালক ঃ শ্রীদীপঙ্কর। সাজসজ্জা ঃ বি ব্রাদার্স এণ্ড কোং ও প্রভাস চক্রবর্তী। কেশবিন্যাস ঃ মুন্সী আব্দুল বারি। পরিচয় লিখন ঃ শচীন ভট্টাচার্য। স্থিরচিত্র ঃ এডনা লরেঞ্জ। পুষ্পসজ্জা ঃ গ্লোব নার্সারী। যন্ত্রসঙ্গীত ঃ চলন্তিকা অর্কেষ্ট্রা। স্পেশাল প্রপার্টিজ ঃ ডি, আর, মেকআপ ইণ্ডাস্ট্রিজ ও মডার্ণ ডেকরেটর্স। আলপনা ঃ সূর্য চ্যাটার্জি। ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক ঃ ভোলানাথ ভট্টাচার্য। আলোক-সম্পাতে ঃ দুলাল, শম্ভু, নিতাই, জগ্গু, বলদেও, শৈলেন ও হরি।
ভূমিকায় ঃ অসীমকুমার, সবিতা বসু (চ্যাটার্জি), ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, প্রশান্তকুমার, নীতীশ, গুরুদাস, শোভা সেন, রেণুকা, তপতী, অপর্ণা, জয়শ্রী, স্বাগতা, অনীতা, সুজাতা, তন্দ্রা, বীরেন, সত্য, জহর রায়, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, মিহির, সন্তোষ সিংহ, নৃপতি, জয়নারায়ণ, পঞ্চানন, শৈলেন মুখার্জি, শীবেন, মণি শ্রীমাণি, প্রীতি মজুমদার, কালী চক্রবর্তী, শৈলেন পাল, প্রদীপ, নব্যেন্দু, দেবকুমার, গৌরাঙ্গ, খগেন, দেবরঞ্জন, লেতো, তপন, ভাস্বতী, আশা, শান্তি, আরতি, নীলা, কুমারী শেলি, কুমারী রত্না, কুমারী তোতা, মাঃ দেবাশীষ, মাঃ দীপক প্রভৃতি।

নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ পঙ্কজ মল্লিক (সৌজন্য প্রকাশে) চিন্ময় লাহিড়ী, হেমন্ত-কুমার, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, শ্যামল, সতীনাথ, তরুণ, পান্নালাল, সন্ধ্যা মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, ছবি ব্যানার্জি, আলপনা, কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, কুমারী গোপা, শিবনাথ, বিনয় অধিকারী, প্রবোধ, অরুণ, প্রভাতভূষণ, অমরেশ, শচীন, মানস, সাগর সেন, সমীর, রথীন ঘোষ ও আরও অনেকে।

সহকারীবৃন্দ ঃ পরিচালনায় ঃ কণকবরণ চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ ঃ জয়প্রতাপ মিত্র ও শান্তি গুহ। শব্দগ্রহণে ঃ রথীন ঘোষ ও সুজিত সরকার। সঙ্গীত ও শব্দপুন-র্যোজনায় ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জি। সম্পাদনায় ঃ মধুসূদন ব্যানার্জি, শেখর চন্দ্র ও গঙ্গাধর নস্কর। শিল্প নির্দেশনায় ঃ সূর্য চ্যাটার্জি। সঙ্গীতে ঃ শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ ভট্টাচার্য, ধনগোপাল গাঙ্গুলী। রূপসজ্জায় ঃ দেবী হালদার। সাজ সজ্জায় ঃ নিবারণ বসু। পটশিল্পে ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ গয়ায় শ্রীশ্রীবিষ্ণু মন্দিরের পূজারীবৃন্দ।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এ আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত।

এই ছবির গানগুলি হিজ মাস্টার্স ভয়েজ ও কলম্বিয়া রেকর্ড-এ শুনিতে পাইবেন।

বিশ্বপরিবেশনায় ঃ চিত্রলোক

মুদ্রক ঃ মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস কলিকাতা-১৩